



14065 - রোযা অবস্থায় কুলিকরার হুকুম

প্রশ্ন

রোযা অবস্থায় ওযুর সময় মুখে পানিনিয়োর হুকুম কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

একজন মুমনি পরপূর্ণভাবে ওযু করতে আদম্টি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই মর্মে আদেশে করছেন, তিনি বলেন: “ওযুকে পরপূর্ণ করুন, আঙুলগুলোর মাঝে খলিাল করুন, জরোরালোভাবে নাকে পানি দিন; যদি না আপনি রোযাদার হন”।[সুনানে তরিমযি (আস-সাওম/৭৮৮), সুনানে আবু দাউদ (১৪২), আলবানী ‘সহহি সুনানতি তরিমযি গ্রন্থে (৬৩১) হাদসিটিকে সহহি বলছেন]

এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোযা অবস্থায় প্রকৃষ্টিভাবে কুলিও নাকে পানি দিয়ে থেকে বরিত থাকার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন; যাত করে এটি হারামের দিকে পর্যবসতি না করে। আর তা হলো রোযা অবস্থায় পানি পটে চলে যাওয়া। কিন্তু রোযা অবস্থায় নছিক কুলিকরায় কোন আপত্তি নাই; যদি রোযাদারের পটে পানি চলে না যায়।

তাই উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) এর থেকে বর্ণিত সহহি হাদসি এসছে যে, তিনি বলেন: একবার আমি রোযা অবস্থায় চাঙগাবোধ করে চুম্বন করলাম। তখন বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আজ আমি জঘন্য কিছু করে ফেলেছি। আমি রোযা রেখে চুম্বন করে ফেলেছি। তিনি বললেন: আপনি যদি রোযা রেখে কুলি করেন; তাহলে সটোক কমন মনে করেন? আমি বললাম: অসুবিধা নাই। তিনি বললেন: তাহলে এই প্রশ্ন কেন?[সুনানে আবু দাউদ (সাওম অধ্যায়/২০৩৭), আলবানী সহহি সুনানে দাউদ গ্রন্থে (২০৮৯) হাদসিটিকে সহহি বলছেন]

হাদসিটির ব্যাখ্যাকার বলেন: তাঁর বাণী: “আপনি যদি রোযা রেখে কুলি করেন; তাহলে সটোক কমন মনে করেন”: এর মধ্যে চমৎকার ফকাহ (সূক্ষ্মবোধ) এর দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। সটো হলো: কুলিকরা রোযাকে ভঙ্গ করবে না। যহেতে কুলি হলো পান করার পূর্বধাপ...।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।